কুড়িগ্রামের অনন্তপুর সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে কিশোরী ফেলানী নিহত

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা নাগেশ্বরীর একটি গ্রাম দক্ষিন রামখানা। এ গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র কৃষিশ্রমিক। মূলতঃ দারিদ্র ও কষ্টসাধ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এ গ্রামের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে পারে না। তার ওপর দেশের বিভিন্ন সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যাসহ নানাভাবে নির্যাতনের ঘটনায় সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির মানুষ সবসময় এক ধরনের আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করেন। গত ৭ই জানুয়ারী ২০১১ সকাল আনুমানিক ৬ টার সময় ফেলানী খাতুন নামের ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরী বিএসএফ এর গুলিতে প্রাণ হারায়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ফেলানীর বাবা নুরুল ইসলামের মাধ্যমে জানা যায় যে নুরুল ইসলামের জন্ম নাগেশ্বরীর দক্ষিন রামখানা গ্রামে হলেও দারিদ্যের কারণে তিনি অনেক ছোটবেলায় ভারতের আসামে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতেন। তাঁর কন্যা ফেলানীর বিয়ে বাংলাদেশে ঠিক হলে নুরুল ইসলাম ভারতীয় চোরাকারবারী মোশারফ হোসেন ও বুজরত এর সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রা ৩০০০ রুপিতে চুক্তি করেন যে, ভারতীয় সীমান্ত পার করিয়ে দিতে পারলে তিনি তাঁদের ৩০০০ ভারতীয় মুদ্রা দিবেন। চুক্তি মোতাবেক মোশারফ ও বুজরত তাঁদের কিতাবের কুঠি-অনন্তপুর সীমান্তের ৯৪৭এস নম্বর মেইন পিলার সংলগ্ন ৩ ও ৪ এস পিলারের মধ্যবর্তী স্থানের কাঁটাতারের বেড়া মইয়ের মাধ্যমে টপকে ভারত থেকে বাংলাদেশে পাঠানোর সময় ফেলানীর জামা কাঁটাতারে আটকে গেলে সে ভয়ে চিৎকার করে। ফেলানীর চিৎকারের শব্দ শুনে পাশে টহলরত বিএসএফ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলিতে ফেলানী মারা গেলেও তার বাবা কোনরকমে দৌড়ে প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হন। সকাল ১১ টা পর্যন্ত নিহত ফেলানীর মৃতদেহ কাঁটাতারের মধ্যে ঝুলতে থাকে। ঘটনার ৫ ঘন্টা পর বিএসএফ ফেলানীর লাশ নামিয়ে নিয়ে যায়। এর প্রায় ৩০ ঘন্টা পর বিজিবি-বিএসএফ এর মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ নিহত ফেলানীর লাশ গত ৮ই জানুয়ারী ২০১১ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করে। এরপর ৯ই জানুয়ারী ২০১১ তারিখ সকাল ৭ টায় ফুলবাড়ি থানার এসআই নুরুজ্জামান লাশটি ময়না তদন্তের জন্যে কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতাল পাঠায়। কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে ময়না তদন্ত শেষে পুলিশ ফেলানীর মামা হানিফ আলীর কাছে লাশ হস্তান্তর করে। অত:পর একইদিন রাত ১০ টার দিকে নুরুল ইসলামের পৈত্রিক বাড়ির পেছনের আঙ্গিনায় ফেলানীর লাশ দাফন করা হয়।

মানবধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটির ব্যাপারে সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- ফেলানীর বাবা নুরুল ইসলাম
- নিহতর আত্বীয়-স্বজন
- স্থানীয় লোকজন
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ
- ফুলবাড়ি থানার পুলিশ কর্মকর্তা
- কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক
- সিভিল সার্জন, কুড়িগ্রাম

ছবি নং- ১

ছবি নং- ২

বিএসএফ এর হাতে নিহত ফেলানী খাতুন (১নং ছবিটি কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা হতে ও ২ নং ছবিটি কুড়িগ্রামের স্থানীয় সাংবাদিকের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে)

নুরুল ইসলাম (৪০), ফেলানীর বাবা

অধিকারকে নুরুল ইসলাম বলেন, তিনি ভারতের আসামের বংগাই গাঁও, টুনিয়াপাড়া ভাওয়ালকুড়ি নামের জায়গায় তাঁর স্ত্রী, ৩ মেয়ে ও ৩ ছেলে নিয়ে বসবাস করতেন। ৬ সন্তানের মধ্যে ফেলানী ছিল সবার বড়। নুরুল ইসলাম এর বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মা, তিন ছেলেকে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। অভাব-অনটনের কারণে নুরুল ইসলাম অনেক ছোট বয়সে আসামে চলে

যান। সেখানে তিনি রিক্সা চালিয়ে, ইটভাটায় কাজ করে জীবন যাপন করতেন। পরে নিজের দেশে কুড়িগ্রামে এসে বিয়ে করেন। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে আসামের বংগাই গাঁওয়ে চলে যান। সেখানেই তাঁর সব সন্তানের জন্ম হয়। সেখানে তাঁর একটি পানের দোকান আছে, যা তাঁর স্ত্রী পরিচালনা করেন। ঘটনার প্রায় ৫-৬ মাস আগে নুরুল ইসলাম বাংলাদেশে এসে তার বড় মেয়ে ফেলানীর বিয়ে ঠিক করেন লালমনিহাটের কুলাঘাটে ফেলানীর খালাতো ভাই মোঃ আমজাদ আলীর সঙ্গে। ছেলে ঢাকায় গার্মেন্টেসে কাজ করে। বিয়ের দিন ছিল ৮ই জানুয়ারী ২০১১। মেয়ের বিয়ের জন্যে ভারতের আসাম থেকে বাংলাদেশে মেয়েকে নিয়ে সীমান্ত পারাপারের জন্যে তিনি ভারতীয় চোরাকারবারী মোশারফ হোসেন ও বুজরত এর সঙ্গে ভারতীয় ৩০০০ রুপিতে চুক্তি করেন। এর জন্যে তিনি ও তাঁর মেয়ে ফেলানী গত ৬ই জানুয়ারী রাত ৯ টার দিকে মোশারফের বাড়িতে আসেন। এরপর রাত ১ টায় মোশারফ তাদের নিয়ে কিতাবের কুঠি সীমান্ত এলাকার কাঁটাতারের কাছাকাছি চলে আসে কিন্তু সুযোগ না পাওয়ায় চোরাকারবারী তাদের পারাপার করাতে দেরি করে। এভাবে সময় পার হতে থাকে এবং ভোর হতে শুরু করে। ফজরের নামাযের আযানের পর চোরাকারবারী মোশারফ নুরুল ইসলামকে সীমান্ত অতিক্রম করতে বলে। কিন্তু এ সময় তিনি পার হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও চোরাকারবারী মোশারফ তাদেরকে জোর করেই মইয়ের মাধ্যমে কাঁটাতারের বেড়া পার করানোর উদ্যোগ নেয়। নুরুল ইসলাম বারবার নিষেধ করা সত্তেও মোশারফ তাঁকে ঠেলে মইয়ে তুলে দেয়। তা না হলে তিনি আর কাঁটাতারের বেড়া পার হতে পারবেন না এবং তার টাকাও ফেরৎ দেয়া হবে না। একরকম বাধ্য হয়েই তিনি ফেলানীকে সঙ্গে নিয়ে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করতে বাঁশের মইয়ে ওঠেন। নুরুল ইসলাম সফলভাবে কাঁটাতার পার হয়ে মইয়ের অপরপ্রান্তে চলে আসতে পারলেও ফেলানী মইয়ের মাঝপথে এলে এক পর্যায়ে তার জামা কাঁটাতারের সঙ্গে আটকে গেলে সে ভয়ে চিৎকার শুরু করে। চিৎকারের শব্দ শুনে পাশে টহলরত বিএসএফ সদস্য কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এসে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। গুলিটি ফেলানীর ডান বুকের উপরের দিকে বিদ্ধ হলে ফেলানী কাঁটাতারের মধ্যে ঝুলে পড়ে। এ সময় নুরুল ইসলাম জীবন বাঁচাতে হামাগুড়ি দিয়ে মই থেকে নিচে ঝাপিয়ে পড়েন। কাঁটাতারের আচরে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তিনি চিৎকার করে মেয়েকে ডাকতে থাকেন। এ সময় বিএসএফ সদস্যরা তাঁকেও গুলি করতে উদ্যত হলে তিনি জীবন বাচাঁতে সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হন এবং কিছুদুর গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

নুরুল ইসলাম আরও বলেন, বিএসএফ এর কাছ থেকে লাশ ফিরে পেলেও ফেলানীর সাথে থাকা স্বর্ণালঙ্কার ফেরৎ পাননি তিনি। ফেলানীর মা নিজ হাতে মেয়ের বিয়ের গয়না পরিয়ে দিয়েছিলেন। সীমান্ত অতিক্রমকালে ফেলানীর কানে দুল, নাকে নোলক এবং হাতে সোনার চুড়ি ছিলো। অল্প অল্প করে জমানো টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ের জন্যে গয়না তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম

পরিহাসে বিএসএফ এর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে অকালে প্রাণ হারালো ফেলানী। এ ঘটনার পর নুরুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, তিনি আর ভারতে যেতে চান না এবং তার স্ত্রী ও অন্যান্য সন্তানদের বাংলাদেশে এনে এখানেই বসবাস করতে চান।

ছবি নং- ৩: নুরুল ইসলাম তার মেয়ে ফেলানী খাতুনের কবরের সামনে দাঁড়ানো (কুড়িগ্রামের স্থানীয় সাংবাদিকের কাছ থেকে সংগৃহীত)

মো: আব্দুস সালাম (ফেলানীর খালু), কৃষক

মো: আব্দুস সালাম অধিকারকে বলেন, মূলত: ফেলানীর বিয়েতে অংশ নিতে তিনি নিহতের বাড়িতে আসেন। তিনি বলেন, ফেলানীর বাবা ফেলানীকে সঙ্গে নিয়ে তাকে বিয়ে দেয়ার জন্যে ভারতীয় দালালের মারফতে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসছিলেন। ফেলানীর বাবা কাঁটাতারের বেড়া পার হতে পারলেও ফেলানী পার হওয়ার সময় তার জামা আটকে যায় এবং সে চিৎকার করে। তার চিৎকার শব্দ শুনতে পেয়ে টহলরত বিএসএফ তার কাছে এসে তাকে গুলি করলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ ঘটনার পরপরই টহলরত বিজিবি সদস্যগণ এবং স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলের কাছে চলে আসেন। কিন্তু প্রচন্ড কুয়াশার কারণে কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। তিনি আরও জানান, গত ৮ই জানুয়ারী সকাল ১১টায় বিজিবি-বিএসএফর মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ১১.৩০ টায় নিহত ফেলানীর লাশ ফেরৎ দেয় বিএসএফ। এ সময় রামখানা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আলীম, ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বার আব্দুর রশীদসহ ভারতীয়

পুলিশ ও বিএসএফ এবং বাংলাদেশী পুলিশ ও বিজিবি সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফেলানীর মরদেহ হস্তান্তরের পর লাশ ময়না তদন্তে জন্যে বিকেল ৫ টার দিকে ফুলবাড়িতে থানাতে পাঠানো হয়। পরদিন সকাল ৭ টায় ময়না তদন্তের জন্য ফুলবাড়ি থেকে কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়না তদন্ত শেষে ফুলবাড়ি থানা পুলিশ বিকাল ৩ টায় লাশ নিহতের মামা হানিফ আলীর কাছে হস্তান্তর করে।

আব্দুল জব্বার, নায়েব সুবেদার, কোম্পানী কমান্ডার, কাশিপুর সীমান্ত ফাঁড়ি, বিজিবি, ফুলবাড়ি,কুড়িগ্রাম

কাশিপুর বিজিবি ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার আব্দুল জব্বার অধিকারকে জানান, গত ৭ই জানুয়ারী আনুমানিক ৬.১৫ মিনিটে সংঘটিত ফায়ারের পরপরই অনন্তপুর বিওপির বিজিবি টহলদল ঘটনাস্থলে যায় কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে বিজিবি সদস্যরা তৎক্ষণাৎ ফেলানীর লাশ দেখতে পায়নি। পরবর্তীতে সকাল ১০.৩০ টার দিকে বিজিবি টহলদল কাঁটাতারের বেড়ার সঙ্গে নিহত ফেলানীর লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। ওইদিন সকাল ১০.৫০ টার সময় বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া থেকে নিহত ফেলানীর লাশ সুরতহাল ও ময়না তদন্তের জন্যে ভারতের কুচবিহারে নিয়ে যায়। আনুমানিক সকাল ১১ টায় কোম্পানী কমান্ডার নায়েব সুবেদার মোঃ আব্দুল জব্বার নিহতের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর লাশ ফেরৎ চেয়ে বিএসএফ এর কাছে চিঠি পাঠান এবং তাদেরকে পতাকা বৈঠকে বসার অনুরোধ জানান। কিন্তু বিএসএফ এর পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। ৮ই জানুয়ারী ২০১১ সকাল ১১ টায় বিজিবি-বিএসএফ- এর মধ্যে পতাকা বৈঠক শুরু হয় এবং সকাল ১১.৫০ মিনিটে পতাকা বৈঠক শেষে বিএসএফ প্রায় ৩০ ঘন্টা পর নিহত ফেলানীর লাশ হস্তান্তর করে। পতাকা বৈঠকে তাঁর নেতৃত্বে অনন্তপুর বিওপি ইনচার্জ হাবিলদার সানাউল্লাহ সহ ১৩ জন বিজিবি সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে বিএসএফ এর পক্ষে নেতৃত্ব দেন কোম্পানী কমান্ডার রামব্রীজ রায়। এ সময় ভারতীয় পুলিশসহ ৩০ জন বিএসএফ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিএসএফ কর্তৃক নিরীহ কিশোরী ফেলানীর ওপর গুলিবর্ষনের ঘটনাটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চুক্তি লংঘন করেছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের ঘটনার জন্যে বিএসএফ কোনরকম দুঃখ প্রকাশ করেনি।

ছবি নং- ৪: ফেলানী খাতুনের লাশ হস্তান্তর (কুড়িগ্রামের স্থানীয় সাংবাদিকের কাছ থেকে সংগৃহীত)

এস.আই. নুরুজ্জামান, ফুলবাড়ি থানা, কুড়িগ্রাম

এস.আই. নুরুজ্জামান অধিকারকে বলেন, বিজিবি-বিএসএফ এর পতাকা বৈঠককালে তিনি উপস্থিত থেকে ভারতীয় সংশ্লিষ্ট পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে লাশ গ্রহন করেন। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে ফুলবাড়ি থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ০১/১১ইং তারিখ ০৮/১/১১ইং সময়-১৩.২৫ ঘটিকা। প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ার কারণে লাশ আনার কোন বাহন না পাওয়া যাওয়ায় লাশ নিয়ে থানায় পৌঁছতে বিলম্ব হয়। যথাযথ নিয়মনীতি শেষ করে রাত ৮ টায় লাশ থানায় নিয়ে আসা হয়। পরদিন সকালে লাশটি ময়না তদন্তের জন্য কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়না তদন্ত শেষে লাশটি নিহতের মামার কাছে বুঝিয়ে দেয়া হয়।

ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও), কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতাল

কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতলের আরএমও ডাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে লাশের ময়না তদন্ত করেছে। ৯ই জানুয়ারী হাসপাতাল লাশটি পাবার পর ৩ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দল গঠন করা হয়। এরা হলেন- ১। ডাঃ অজয় কুমার রায়, ২। ডাঃ মাহফুজুর রহমান সরকার, ৩। ডাঃ সোহেল রানা। ৯ই জানুয়ারী ২০১১ দুপুর ২ টায় ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়। ১টি গুলি ফেলানীর বুকের ডানদিকে বিদ্ধ হলে গুলিটি ফেলানীর পাঁজরের পেছন দিয়ে বের হয়ে যায় বলে তিনি জানান।

সিভিল সার্জন, ডাঃ মোঃ হাফিজুর রহমান

ডাঃ মোঃ হাফিজুর রহমান অধিকারকে বলেন, ফেলানীর লাশ এর ময়না তদন্ত দ্রততার সঙ্গে সম্পন্ন করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। এটি হোমিসাইডাল কেস। তিনি বলেন, ভারতে অনুষ্ঠিত ১ম দফা লাশের ময়না তদন্তের সঙ্গে তাদের ময়না তদন্তে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি।

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আব্দুর রাজ্জাক তরফদার, ২৭ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক, কুড়িগ্রাম

২৭ বিজিবি ব্যাটালিনের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল আব্দুর রাজ্জাক তরফদার অধিকারকে জানান, লাশটি একজন বাংলাদেশীর এটা জানার পর ১৮১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট এসএইচ মানিদ্র সিং এর সঙ্গে ৭ই জানুয়ারি আনুমানিক ১২ টায় টেলিফোনে কথা বলে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী কিশোরীকে গুলি করে হত্যা করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন এবং লাশ ফেরৎ দেয়ার জন্যে কোম্পানী কমান্ডার পর্যায়ে সহযোগিতা দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানান। উভয় পক্ষের কোম্পানী কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফ কর্তৃক সংগঠিত ঘটনার তীব্র নিন্দা উত্থাপন করা হয়।

তিনি আরও জানান, বিএসএফ এর হত্যাকান্ডের জন্যে বিজিবি এর পক্ষ থেকে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে এবং ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের আলোচনায় বিএসএফ এর কাছে এই ব্যাপারে কৈফিয়ত চাওয়া হবে। এটি শুধুমাএ আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন নয় বরং মানবাধিকারেরও চরম লংঘন।

২০১০ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ৭৪ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করে। সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক প্রতিনিয়ত বাংলাদেশীদের হত্যা আন্তর্জাতিক আইনের চরম লংঘন। অধিকার দাবী জানাচ্ছে যে সীমান্তে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা বন্ধে সরকারের পক্ষ থেকে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে এবং যে কোন ঘটনার তাৎক্ষনিক প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

-শেষ-